গৃহ ব্যবস্থাপনা

ইউনিট ১

ভূমিকা

গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি বিষয় হিসাবে স্বীকৃতির সাথে সাথে পেশাগত ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব বেড়ে গেছে। গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র শুধু গৃহাঙ্গনই নয়, গৃহের বাইরে সমাজে এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে 'গৃহ' অন্যতম। গৃহে আমরা পরিবারের সবাই একসাথে বসবাস করি এবং সুখ শান্তির জন্য নানা ধরনের কাজ করি। এসব কাজ করার জন্য অর্থাৎ গৃহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় নগদ অর্থ, জায়গা-জমি, জ্ঞান-বুদ্ধি, সময়, শক্তি ইত্যাদি সম্পদের। এই সম্পদগুলো ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে পরিবারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনার। গৃহকে একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা হলে গৃহকর্তা হলেন গৃহ ব্যবস্থাপক। ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানেই এ প্রতিষ্ঠান তথা গৃহ পরিচালিত হয়, লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। গৃহের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। পরিবারের একটি লক্ষ্য অর্জিত হলে আরেকটি এসে হাজির হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মুল্যবোধ লক্ষ্যের ভিত্তি আর মান ব্যক্তির নিজস্বতা ও সমাজের দাবী থেকে সৃষ্ট পরিবার শুধু গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তার আদান-প্রদানের বিচরণ চারপাশের মধ্যেও রয়েছে। পরিবার তার মূল্যবোধ নিয়ে দূরের ও কাছের পরিবেশের মধ্যে বাস করে। ফলে পরিবেশের যে কোন পরিবর্তন পরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গৃহ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা এই পরিবর্তনের মোকাবেলা করতে জ্ঞান দান করে। এককথায় বলা যায়, গৃহকে সুন্দর, মনোরম, আরামদায়ক ও শান্তিপূর্ণ করার উপায় হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১.১ : গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো
পাঠ -১.২ : গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
পাঠ -১.৩ : গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ
পাঠ -১.৪ : লক্ষ্য অর্জন
পাঠ -১.৫ : গৃহ ব্যবস্থাপনায় মান

পাঠ-১.১ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- গ্রস ও ক্র্যান্ডালের মতে গৃহ ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- নিকেল ও ডরসির দেয়া গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারনা কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- গবেষক রাইস এর মতে গৃহ ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক দিক বলতে পারবেন।

গৃহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা কাঠামো প্রদান করেছেন। গ্রস ও ক্র্যান্ডেলের (Gross and Crandall) মতে- 'গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবারগুলো পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিবারের মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জন করে। গৃহ ব্যবস্থাপনায় একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। তাদের মতে সহজ ভাষায় "তুমি যা চাও তা লাভ করার জন্য তোমার যা কিছু আছে, তা ব্যবহার করাই ব্যবস্থাপনা।" গৃহ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার। পারিবারিক সম্পদসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া।

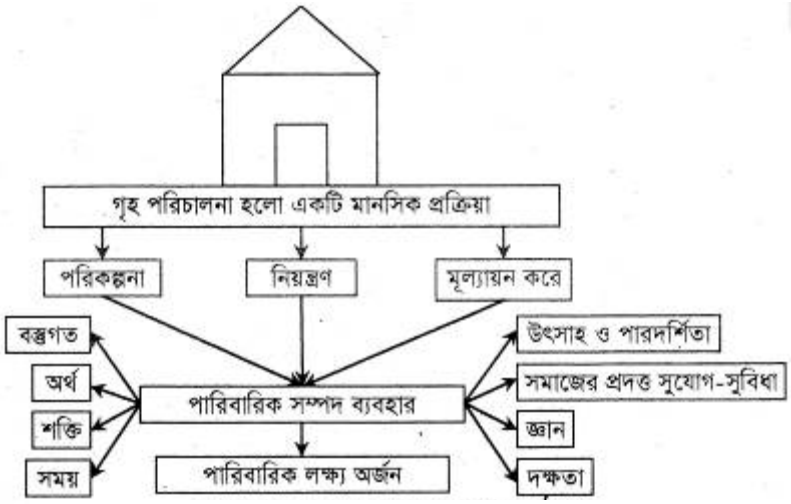

চিত্র ১.১.১ : গ্রস প্রদত্ত গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো

গ্রস তার প্রদত্ত ধারণা কাঠামোতে গৃহ ব্যবস্থাপনাকে একটি মানসিক প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিকেল ও ডরসি (Nickel and Dorsey) গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেছেন। তারা আরও বলেন যে, পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবিক ও পার্থিব সম্পদসমূহের পরিকল্পনা করা, নির্দেশনা প্রদান, পথ প্রদর্শন, সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন এবং গৃহ ও গৃহের বাইরে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দলীয় সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা।

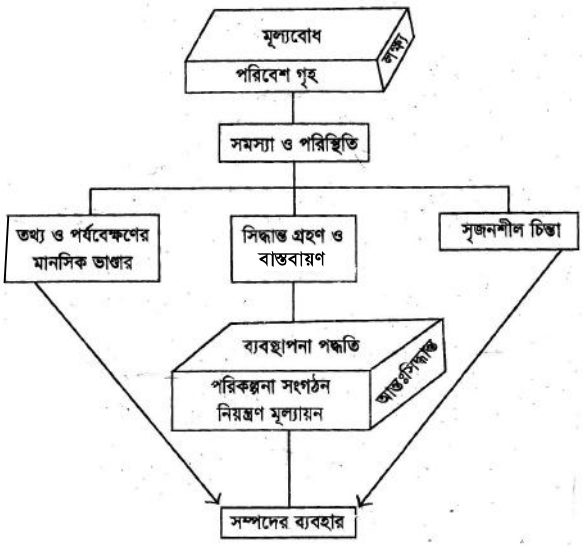

চিত্র ১.১.২ : নিকেল প্রদত্ত গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো

নিকেলের ধারণা কাঠামোটিতে দেখানো হয়েছে যে সমাজে পরিবার তার মূল্যবোধ ও বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবস্থান করে। চারপাশের পরিস্থিতির বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্ব পরিবারকে সিদ্ধান্ত তৈরি করতে ও প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। পরিবার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সঞ্চিত তথ্য বা জ্ঞান ও সৃজনশীল শক্তি দিয়ে সম্পদের ব্যবহারের পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করে লক্ষ্য অর্জন করে।

গবেষক রাইস (Rice) গৃহ ব্যবস্থাপনাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে। আর চাহিদার পরিতৃপ্তিই হল লক্ষ্য অর্জন।

গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি যে গৃহ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কতগুলো কর্মপদ্ধতির সমষ্টি যা শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। গৃহে পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ, যেমন- পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিবারের মান ও মূল্যবোধ বজায় রেখে পরিবারের সবধরনের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনার এই ধারণা কাঠামোটি নিম্নরূপ :

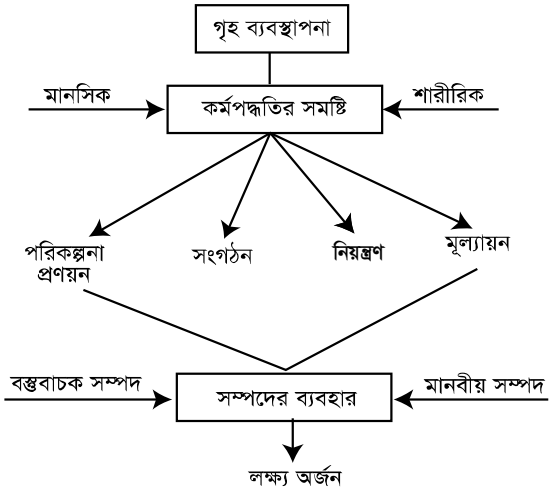

চিত্র ১.১.৩ : গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য অর্জনে প্রদত্ত ধারণা কাঠামোর একটি পোস্টার তৈরি করতে অনুশীলন করুন।

সারাংশ

গৃহব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিবারের যাবতীয় উদ্দেশ্যমুখী কাজে সম্পদের ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কিছু কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্য অর্জনই হলো গৃহব্যবস্থাপনা। গ্রস এবং ক্র্যান্ডালের মতে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবারের সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাকে ব্যবস্থাপনা বলে। নিকেল ও ডরসী গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে অবিহিত করেছেন। রাইস গৃহ ব্যবস্থাপনাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ এবং চাহিদার পরিতৃপ্তি হলো লক্ষ্য অর্জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিকেল ও ডরসী গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবন যাপনের কোন দিক বলে অভিহিত করেন?
- ক) মানসিক
- খ) প্রশাসনিক
- গ) রাজনৈতিক
- ঘ) অর্থনৈতিক

২। গবেষক রাইস গৃহ ব্যবস্থাপনার কোন দিক বিশ্লেষণ করেছেন ?
- ক) অর্থনৈতিক দিক
- খ) সম্পদ ব্যবহারের দিক
- গ) চাহিদার তুষ্টি
- ঘ) কর্মপদ্ধতির সমষ্টি

৩। গ্রস ও ক্র্যান্ডালের মতে গৃহ ব্যবস্থাপনা কোনটি?
- ক) একটি মানসিক প্রক্রিয়া
- খ) মানবীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
- গ) পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার
- ঘ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া

৪। গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামোতে লক্ষ্য অর্জন করতে প্রয়োজন কোনটি?
- ক) সম্পদ ব্যবহার
- খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- গ) পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করা
- ঘ) নির্দেশনা প্রদান, পথ প্রদর্শন ও সমন্বয় সাধন

পাঠ-১.২ গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর বা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

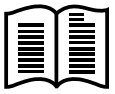

প্রত্যেকটি পরিবার তথা গৃহের প্রতিটি কাজেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আমাদের প্রতিনিয়ত এ পরিবর্তনের মোকাবেলা করেই পারিবারিক লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। যথাযথ (সুষ্ঠু) গৃহ ব্যবস্থাপনাই সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। তাই গৃহব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ।

গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ

১। **কর্মমুখী আচরণ তৈরি করা :** গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিবারে সদস্যদের সাধারণ গৃহস্থালী মামুলী কাজকর্মে কীভাবে অর্থ, সময়, শক্তি ও অন্যান্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে ক্ষমতা, দক্ষতা, যোগ্যতার উন্নতি ও বিকাশ ঘটায়। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ E. C. BRATTON একেই ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও পারদর্শিতার সুফল বলে মনে করেন।

২। **লক্ষ্য নির্ধারণ করা :** ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে লক্ষ্য নির্ধারণ একটা কৌশল যা শিখতে হয় এবং শিখার ফলে কাজে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত লক্ষ্য বাছাই ও নির্ধারণ করার পারদর্শিতাকে ব্যবস্থাপনার সুফল মনে করা হয়।

৩। **মূল্যবোধের যাচাই করা :** পরিবার তার মূল্যবোধ নিয়ে দূরের ও কাছের পরিবেশের মধ্যে বাস করে। তাই পরিবারের আদান প্রদান শুধু গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর বিস্তার গৃহের বাইরে চারপাশের পরিবেশের মধ্যেও রয়েছে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রভাবে পারিবারের সদস্যরাও প্রভাবিত হয়। পরিবর্তনশীল অবস্থায় সঠিক মূল্যবোধ যাচাই করে পরিবর্তনে প্রভাব মোকাবেলার দক্ষতা গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

৪। **গৃহব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ জানা :** সচেতনভাবে গৃহের বিভিন্ন কাজে ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর সংযোজন এবং বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ করতে শিখলে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম হয়।

৫। **সম্পদ ও চাহিদার সমন্বয় সাধন করা :** প্রতিটি পরিবারিরের চাহিদা অসীম কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত ও সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। দক্ষতা বাড়াতে হলে সম্পদের প্রকৃতি ও তার বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গৃহব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞান বা শিক্ষাই এরকম পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে পারে।

৬। **পারিবারিক সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা :** গৃহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবারের লক্ষ্য অর্জিত হয়। আর লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হল সম্পদ। তাই গৃহ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের যাবতীয় বস্তুবাচক সম্পদ, যেমন- টাকা পয়সা, সম্পত্তি, জমি, বাড়ি, আসবাবপত্র, গৃহস্থালী সাজসরঞ্জাম এবং মানবীয় সম্পদ, যেমন- সময়, শক্তি, সামর্থ্য, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করলে সম্পদের গুণাগুন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া যায়।

৭। **অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা গঠন :** পরিবার সমাজের অন্যতম অর্থনৈতিক একক। গৃহব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থপনা করে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় নির্ধারণ, আয় বৃদ্ধির উপায় অনুসন্ধান, ঋণ গ্রহণে সচেতনতা, এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সদভ্যাস গঠন করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮। **সমস্যা মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি :** গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা গৃহ ও গৃহের বাইরে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারদর্শিতা অর্জন করে।

৯। **শ্রম লাঘবের কৌশল আয়ত্ব করা :** গৃহ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা প্রয়োগ করে যখন পরিবার লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয় তখন গৃহ সম্পদের সদ্ব্যবহারও নিশ্চিত হয়। সময় ও শক্তি নামক অমূল্য সম্পদের ন্যূনতম ব্যবহারের অনুশীলন হয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম না করেই করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার সদভ্যাস গড়ে ওঠে।

১০। **ক্লান্তি হ্রাসের উপায় অনুশীলন :** গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত গৃহস্থালী কাজকর্ম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করে সময় ও শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূরীভূত হয়।

১১। **ভোক্তার অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া :** গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান একজন ক্রেতা বা ভোক্তা হিসাবে একদিকে নিজের অধিকার অর্জনে সচেষ্ট করে অপরদিকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। যেমন- একজন ক্রেতা কোন পণ্য যাচাই করে কেনার অধিকার রাখেন। আবার ক্রয় করা পণ্যটি ত্রুটিপূর্ণ, মানহীন, নকল হলে সে বিষয়ে বিক্রেতা কিংবা তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানকে বিষয়টি অবহিত করতে পারেন এটি ভোক্তা হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এধরনের আচরণের মাধ্যমে ভোক্তা, উৎপাদক ও বন্টনকারীর আন্ত:সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

১২। **জীবনযাপনের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া :** গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবারে নিজের অবস্থান, অন্যদের প্রতি নিজের দায়িত্ব, পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে এবং সমাধানের উপায় বের করার মাধ্যমে জীবনের মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৩। **আধুনিক জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা :** গৃহব্যবস্থাপনার জ্ঞানই আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে গৃহস্থালির আধুনিক সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। জীবন প্রণালী সহজ ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ করে।

১৪। **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা :** গৃহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি 'পরিবার' ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেতন হয়। যেমন- পরিবেশ দূষণ ঘটে এমন কাজ না করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানা প্রাকতিক দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ইত্যাদি।

১৫। **গৃহ নির্মাণে সচেতন হওয়া :** গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে সংগতি রেখে গৃহ পরিকল্পনা করা, জমি নির্বাচন, বাড়ির নকশা প্রণয়ন, গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে এবং সচেতন ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলতে হয় গৃহব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হল একটি নান্দনিক গৃহ পরিবেশ তৈরি করে পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন করে গৃহ ও গৃহের বাইরে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করা।

সারাংশ

গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল- উদ্দেশ্যমূলক আচরণ গড়ে তোলা, পরিবারের সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মানব সম্পদের বিকাশ পারিবারিক মূল্যবোধ অনুধাবন, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা অর্জন, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা উপলব্ধিকরা এবং খাপখাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্য পরিবারের সাধিত কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে যাবতীয় গুণাবলি অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবার কীভাবে তার নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে?

ক) সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন করে
গ) সম্পদ ব্যবহার করে ঘ) কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে

২। গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো-

i) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
ii) ভোক্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা
iii) উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও ii

পাঠ-১.৩ গৃহ ব্যস্থাপনায় মূল্যবোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধের বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

প্রেষণা হচ্ছে কর্মসংক্রান্ত মনোবল যা ব্যক্তিকে কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যেকোনো কাজের কারণ বা ব্যক্তিগত আচরণে 'যা' প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে প্রেষণা বলে। এটি এমন একটা শক্তি যা কোন ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ব্যক্তিকে পারিবারিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে ছোট বড় নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। গৃহ এবং গৃহের বাইরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু নির্দেশক রয়েছে। এই নির্দেশকগুলো ব্যক্তিকে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে। এই নির্দেশকগুলো হল মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মান। গৃহ ব্যবস্থাপনায় এই নির্দেশকগুলোকেই প্রেষণা সৃষ্টিকারী ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

কোন জিনিসের দাম বা গুণকে মূল্য বলে। আর বোধ বলতে এখানে প্রবণতাকে বুঝায়। সুতরাং ব্যক্তির বা পরিবারের মূল্যবোধ হল তার নিকট যেসব বিষয় কাঙ্খিত ও প্রিয় এবং সেসব বিষয় ব্যক্তির আগের আচরণ ও কার্যাবলিকে প্রভাবিত কওে সন্তুষ্টি বিধান করে। মূল্যবোধ মানুষের একটি আত্মিক সম্পদ, মানুষের ইচ্ছার মানদন্ড। এটি কোনো বস্তু বা পরিস্থিতির মূল্য সম্বন্ধে ব্যক্তির অনুভূতি বা কোনো উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়।

মূল্যবোধ

মানুষ যা হতে চায়, যা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে, যার প্রতি গভীর আগ্রহ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এবং যা সম্পাদন করে আনন্দ অনুভব করে তাই মূল্যবোধ।

মূল্যবোধ হল সুনিয়ন্ত্রিত, অর্থপূর্ণ ও মনের অনুভূতিপূর্ণ একধরনের মতবাদ ও বিশ্বাস যা মানুষের জীবনের রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির আচরণে মূল্যবোধ একটি চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। মানুষের কার্যকলাপে মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে। তার বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। গবেষক নিকেল ও ডরসী (Nikel and Dorsey) মনে করেন যে, আমরা যখন সমস্যার সমাধান খুঁজি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন বিভিন্ন বিকল্প পন্থার মধ্যে বাছাই করার শক্তিরূপে মূল্যবোধই সাহায্য করে।

গবেষক (Kluckelon) এর মতে মনোভাব, প্রেষণা সামগ্রী, পরিমাপযোগ্য প্রচলিত রীতি, প্রথা অথবা ব্যক্তি, দল, বিষয় ও ঘটনার সম্পর্ককে মূল্যবোধ বলে।

মূল্যবোধ জীবনের আদর্শনীতির সংগঠন অথবা প্রচলিত মান যা আচরণকে নিয়ম মাফিকভাবে প্রভাবিত করে। Kluckelon পরবর্তীকালে মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে "মূল্যবোধ অর্থ প্রার্থনীয় বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্তি বা দলের বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ ধারণা যা তাদের কাজের ধরন, মাধ্যম ও পরিসমাপ্তিকে প্রভাবিত করে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।"

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

মূল্যবোধের সংজ্ঞায় ভিন্নতা থাকলেও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

ক. মূল্যবোধ একটি প্রার্থনীয় বা আকাঙ্খিত বিষয় যা মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
খ. মুল্যবোধের গভীরতায় ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য দৃশ্যমান
গ. মুল্যবোধের শিক্ষা ধীর গতিতে এবং প্রায় স্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়।
ঘ. আত্মসৃজনশীলতার মাঝে মূল্যবোধ পরিস্ফুট হয়।

ঙ. এক ধরনের মূল্যবোধ অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও নিজস্ব মূল্যবোধ ব্যক্তির নিকট উত্তম।
চ. মূল্যবোধ স্থায়ী হওয়ার প্রবণতা রাখে
ছ. মূল্যবোধ বিষয়ভিত্তিক বা আচরণভিত্তিক হতে পারে
জ. মূল্যবোধ তৃপ্তিদায়ক ও বাঞ্ছনীয়।
ঝ. মূল্যবোধের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ
ঞ. এটি মানুষের আত্মিক সম্পদ এবং ইচ্ছার মানদন্ড
ট. মূল্যবোধ কিছুটা জন্মগত কিছুটা শিক্ষণীয়।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

কতগুলো সাধারণ মূল্যবোধ আছে যা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষক পার্কার (Parker) এগুলোকে প্রেরণাদানকারী মৌলিক মূল্যবোধ নামে অভিহিত করেছেন। এগুলো হল -

আরাম (Comfort) : জীবন আনন্দময় করে গড়ে তোলা।

স্বাস্থ্য (Health) : শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকা ।

উচ্চাকাঙ্খা (Ambition) : ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা লাভের আশা এবং সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ ও তা পালন করা।

ভালবাসা (Love) : পরিবার ও পরিবারের বাইরের জগতে সকলের সাথে সদ্ভাব ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখা।

জ্ঞান (Knowledge) : সত্যকে জানার আগ্রহ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যের মধ্যে তৃপ্তি লাভ করা ।

কৌশলী তৃপ্তি (Technological Stisfaction) : কোন কিছু অর্জনের উপায়গুলো দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা

খেলা (Play) : কথায়, কাজে ও বাস্তবে উৎসাহী ও সৃজনশীল মনোভাব পোষণ করা।

শিল্প (Art) : অনুভূতি প্রকাশে সৌন্দর্য, কাজের সৌন্দর্য, যেমন- পেইন্টিং, গান বাজনা, লেখাপড়া, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে।

ধর্ম (Religion) : জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি কাজকর্মকে সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে তৃপ্তি পাওয়ার জন্য স্ব-স্ব ধর্মীয় পাদপীঠে গমন করা।

মূল্যবোধের বিকাশ

একটি পরিবারের মূল্যবোধ তার বসবাসকারী সমাজ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশ লাভ করে। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় মূল্যবোধ কিছুটা শিক্ষনীয় কিছুটা জন্মগত। মূল্যবোধের বিকাশ শিশুকাল থেকেই শুরু হয়। সারাজীবন ব্যাপি মানুষ অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যবোধ অর্জন করে, মূল্যবোধকে জোরদার ও দৃঢ় করে তোলে। সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তির প্রভাব, অবস্থানের পরিবর্তন, আর্থিক অবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রভাবে মূল্যবোধ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয় এবং পরিণত মূল্যবোধ তৈরি হয়। লিওনার্দ মেও (Leonard Mayo) বলেন যে, পরিবার শুধু মূল্যবোধ অর্জনেই সাহায্য করেনা এটা মূল্যবোধ তৈরিও করে।

মূল্যবোধের বিকাশ কোন বয়সে থেমে যায় না। মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষ সারাজীবন অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যবোধকে যাচাই করে তা আরো সুন্দর ও পরিমার্জিত করে গড়ে তুলতে পারে।

মুল্যবোধ বিকাশের গবেষণালব্ধ ভিত্তিগুলো হল-

- ব্যক্তির জৈবিক ও জন্মগত চাহিদা
- পরিবার
- ধর্ম ও বিশ্বাস
- দল
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- সাহিত্য, গণমাধ্যম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধের গুরুত্ব

মূল্যবোধ জীবনকে লক্ষাভিমুখী করে তোলে। কারণ মানুষের চেতন, অবচেতন সব কাজের বহি:প্রকাশ ঘটায় মূল্যবোধ। সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের পথকে সুগম করে মূল্যবোধ। মূল্যবোধের গুরুত্বগুলো নিম্নরূপ-

- গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপ যথা- পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের অন্তর্নিহিত শক্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ গৃহের প্রত্যেককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। মানুষ যখন মূল্যবোধ সচেতন হয় তখন সে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।
- মূল্যবোধ ইতিবাচক হলে পরিবারের অর্থ ব্যবস্থাপনাও সঠিকভাবে ঘটে। অপচয়, ঋণ গ্রহণ এবং বিলাসিতা না করে বরং পারিবারিক বাজেট করা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে পারিবারিক আয় বাড়ানোর বিষয়ে সচেতনতা বাড়ে।
- সময় ও শক্তি সংরক্ষণ করা এবং সচেতনভাবে সময় ও শক্তির ব্যবহারকে মূল্যবোধ প্রভাবিত করে।
- মূল্যবোধ সচেতন ব্যক্তি বা পরিবারই নিজেদের সামর্থ্য, রুচি এবং অবস্থান অনুযায়ী সঠিকভাবে স্থান নির্বাচন করে গৃহ পরিকল্পনা করতে পারে। পরিবেশের সাথে ভারসাম্য রেখে গৃহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক করে তুলতে পারে।
- মুল্যবোধই ব্যক্তি ও পরিবারকে বাড়ির উপযোগিতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- মূল্যবোধ সচেতনতা পরিবার ও ব্যক্তির জীবনে বুদ্ধি বিবেচনা, বিচারশক্তি, দূরদর্শিতামূলক আচরণের বিকাশ ঘটায়। এভাবে ফলপ্রসু গৃহ ব্যবস্থাপনা গৃহ, সমাজ ও দেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে সহপাঠিদের সাথে আলোচনা করুন।

সারাংশ

মূল্যবোধ হল মানুষের নিজস্ব ধারণা যা তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। মানুষের জীবনে বিভিন্ন শ্রেণির মূল্যবোধ দেখতে পাওয়া যায়। শিশুকালে মূল্যবোধ বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। পারিবারিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও নানা রকম কার্যকলাপ ব্যক্তির মূল্যবোধ গঠনে প্রভাব রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রেষণা উদ্রেককারী ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়-
i) মূল্যবোধ ii) লক্ষ্য iii) মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। মানুষের চাহিদা ও অভিজ্ঞতার সাথে কীসের পরিবর্তন হয়?
ক) আচরণের খ) পরিকল্পনার গ) সিদ্ধান্তের ঘ) মূল্যবোধ

৩। মূল্যবোধ কোনটিকে প্রভাবিত করে ?
ক) সিদ্ধান্তকে খ) পরিকল্পনাকে গ) আচরণকে ঘ) মূল্যায়নকে।

৪। ব্যক্তির মূল্যবোধ গড়ে ওঠে-
i) পরিবার থেকে ii) সমাজ থেকে iii) সম্প্রদায় থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৪ লক্ষ্য অর্জন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

গৃহব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য হল পরিবারের সবার চাহিদা পূরণ করা, খাদ্য-বস্ত্র, আরাম, নিরাপত্তা, শিক্ষা ,চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা। অর্থাৎ পরিবার যা চায় এবং যা করতে ও হতে ইচ্ছা করে তাই পরিবারের লক্ষ্য। সচেতন মূল্যবোধ থেকেই লক্ষ্য সৃষ্টি হয়। লক্ষ্য হল গৃহ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। কারণ লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। G. R. Terry এর মতে লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটা কাম্য বা উদ্দেশ্য যার নির্দিষ্ট পরিধি আছে এবং যা একজন ব্যবস্থাপক তথা গৃহিণীর কার্যাবলিকে নির্দেশ দান করে। লক্ষ্য স্থির করা না হলে ব্যবস্থাপনা সফল হতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি তথা পরিবারের মধ্যে ছোট বড় অনেক লক্ষ্য থাকে যা অর্জন করার জন্য তাদের কার্যাবলি নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকে। কারণ লক্ষ্য অর্জন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় না। লক্ষ্য অর্জন করতে কিছু কার্য সম্পাদন করতে হয়। এসব কাজের সমষ্টিই হল ব্যবস্থাপনা। গৃহের লক্ষ্যই যদি ঠিক না থাকে তাহলে গৃহব্যবস্থাপনাও এলোমেলো ও অর্থহীন হয়ে পড়বে। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার যদি না জানে সে কী চায় তবে তার জীবনটাই বৈঠাবিহীন অর্থাৎ চালকহীন নৌকার মত দুলতে থাকে। এখানে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যকে নৌকার চালিকা শক্তি বৈঠার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য

লক্ষ্য বলতে বুঝায় ভবিষ্যতের আকাঙ্খিত ঘটনা বা পরিস্থিতি। তবে সব আকাঙ্খিত পরিস্থিতি বা ঘটনা লক্ষ্য নয়।

- লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট মূল্য ও নির্দিষ্ট আঙ্গিকে হতে হবে।
- লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ধারণ করতে হবে।
- লক্ষ্য, মূল্যবোধ, বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট ।
- লক্ষ্য সুব্যক্ত ও সহজে বোধগম্য এবং ব্যাখ্যাও করা যায়।
- লক্ষ্য ব্যক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্ম আচরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।
- গৃহের সফলতা বা ব্যর্থতা লক্ষ্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।
- লক্ষ্যই ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশক। লক্ষ্য থাকলেই ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন আসে নতুবা নয়।

চিত্র ১.৪.১ : ব্যবস্থাপনা ও লক্ষ্যের সম্পর্ক

লক্ষ্যের প্রকারভেদ

গবেষক নিকেল এবং ডরসী লক্ষ্যকে সময়ের আঙ্গিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এ শ্রেণিবিভাগে সময়সীমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যগুলো হল :

১. দীর্ঘমেয়াদী বা প্রধান লক্ষ্য/ দূরবর্তী লক্ষ্য
২. মধ্যবর্তী বা স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য
৩. তাৎক্ষণিক বা সহকারী লক্ষ্য/ নিকটবর্তী লক্ষ্য

১. **দূরবর্তী বা প্রধান লক্ষ্য (Long term aim) :** এ ধরনের লক্ষ্য স্থায়ী এবং সময় সাপেক্ষ। এ লক্ষ্য সব সময় সচেতন মনে বিরাজমান থাকে এবং মধ্যবর্তী বা স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মধ্যবর্তী লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত বা প্রধান লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। প্রধান লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সফলতা প্রমাণিত হয়।

২. **মধ্যবর্তী বা স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য (Intermediate aim) :** পরিবারকে চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায়ই স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। যেমন- পরিবারের একটি মেয়ে বা ছেলের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল উচ্চশিক্ষা লাভ করা। এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিবারটির মধ্যবর্তী লক্ষ্য হবে ভাল ফলাফল নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা। স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের চেয়ে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট। এর জন্য অনেক বিকল্প থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণেও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য স্থির করতে হয়।

৩. **নিকটবর্তী বা তাৎক্ষণিক লক্ষ্য (Short term aim) :** ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে নিকটতম উদ্দেশ্যকে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে সাথেই অর্জন করা যায়। যেমন : গৃহিণী কোন পারিবারিক উৎসব উপলক্ষ্যে গৃহের পরিবেশ সুন্দর করে তুলতে চাইলেন। তার এই তাৎক্ষণিক লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন তিনি ঘর ঝাড়মোছা করেন, আসবাবপত্রগুলো সুন্দরভাবে বিন্যাস করেন, তাজা ফুল সংগ্রহ করেন ইত্যাদি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য পূরণ করলেন।

বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যের সম্পর্ক

- **সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন :** পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকতে পারে। তবে এগুলো পরিবারের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিবারের সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক ও মিল না থাকলে পরিবারের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যপূরণ বাঁধাপ্রাপ্ত হবে।
- **সবধরনের লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতি বিধান :** পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সাথে মধ্যবর্তী ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সংগতি বা মিল না থাকলে প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে স্বল্প মেয়াদী ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জনের চূড়ান্ত রূপ হল দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য।
- **বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্যের নমনীয়তা :** বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে লক্ষ্য বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। একটি লক্ষ্য থেকে অন্য একটি লক্ষ্যের উৎপত্তি হয়, এবং এরা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত ও নির্ভরশীল হয়। একটি লক্ষ্য অন্য একটি লক্ষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার একটি লক্ষ্য অর্জনের উপর অন্য একটি লক্ষ্যের বাস্তবায়ন নির্ভর করে। কাজেই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের পরিবর্তন ও পরিমার্জনের সুযোগ থাকতে হবে। একটি লক্ষ্য যেন অন্য লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যেন আপোষমূলক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন- ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করা একটি পরিবারের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদের ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো, শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং পরিবারের মূল্যবোধকে সামনে রেখে নিয়মিত পড়াশুনা করে ভাল ফলাফল করা। এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি লক্ষ্যই পরস্পর নির্ভরশীল এবং নমনীয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি লক্ষ্যের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।

লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতা

আর্থ-সামাজিক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে লক্ষ্যের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন -

- পারিবারিক জীবনচক্র ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
- পরিবারের সদস্যদের মনোভাব, আগ্রহ কিংবা সুযোগ অনেক সময় নতুন লক্ষ্যের সৃষ্টি করে।
- লক্ষ্য স্থির করার পর যদি তা কষ্টসাধ্য এবং সঠিক মনে না হয় তা হলে লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে।
- পারিবারিক বিপর্যয়, যেমন - মৃত্যু, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি কারণে লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে।
- স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের চরম ব্যর্থতা ঘটলে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে পরিবর্তন ঘটে।
- কোনো কারণে জীবনযাত্রা প্রণালীতে ব্যতিক্রম ঘটলে তা লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটায়।

লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত

সাফল্যের সাথে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য কতগুলো বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। লক্ষ্য সর্বদা বাস্তবমুখী হতে হবে। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে যা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব। যেমন-

- লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হতে হবে। উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট না হলে তা অর্জনে অনাকাঙ্খিত বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে।
- লক্ষ্য এবং তা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। সম্পদ অর্থাৎ টাকা পয়সা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সম্পদ লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার স্বরূপ।
- উদ্দেশ্য নির্ধারণকারী এবং বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে সুসমন্বয়, সুষ্ঠু আদান-প্রদান ও সুসম্পর্ক থাকতে হবে।
- অবস্থা ও পরিস্থিতি বিশেষে যাতে লক্ষ্য পরিবর্তনের সুযোগ থাকে সেজন্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নমনীয় হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জীবনের লক্ষ্যকে দূরবর্তী, মধ্যবর্তী ও নিকটবর্তী লক্ষ্য হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করুন।

সারাংশ

মানুষ যা করতে চায় তাই লক্ষ্য। নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট মূল্য ও নির্দিষ্ট আঙ্গিকে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা ঘটনাই লক্ষ্য। এটি ব্যক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্ম আচরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দূরবর্তী লক্ষ্য স্থায়ী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সময় সাপেক্ষ। মধ্যবর্তী লক্ষ্য দূরবর্তী লক্ষ্যের তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং এলক্ষ্য অর্জনে অনেক বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। নিকটবর্তী লক্ষ্য অল্প কাজের মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জন করা যায় তাই নিকটবর্তী লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জীবনের সকল ক্ষেত্রে শক্তিশালী নির্দেশক হিসেবে কাজ করে কোনটি?

ক) শক্তি খ) দক্ষতা গ) অর্থ ঘ) লক্ষ্য

২। সময়ের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

ক) দুই ভাগে খ) তিন ভাগে গ) চার ভাগে ঘ) পাঁচ ভাগে

৩। মানুষের জীবনে লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটায়-

i) দুর্ঘটনা ii) অসুস্থতা iii) মৃত্যু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ গৃহ ব্যবস্থাপনায় মান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপনার মানের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মানের পারস্পারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

'মান' যে কোনো বিষয়ের পরিমাণ এবং গুণগত দিক নির্ধারণ করে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা প্রয়োজন ও মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে তাই মান। এটি আমাদের কোনো কিছুতে আগ্রহ ও তৃপ্তির পরিমাণ ও ধরন নির্ধারণ করে। অন্য কথায় মান পরিবার এবং ব্যক্তির সামর্থ্যকে নির্দেশ দেয় এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। মানুষের কাজকর্মে চলাফেরায় তার মান প্রকাশ পায়। গবেষক Maloch ও Deacon এর মতে, জীবনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ ব্যবহারের গুণাগুণ ও পরিমাণের পরিমাপকে মান বলে। অর্থাৎ 'মান' হল মূল্যবোধ ও লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার মানদন্ড। মান অর্জিত হলে আমরা পরিতৃপ্ত হই, অর্জিত না হলে আমাদের মধ্যে অতৃপ্তি থেকে যায়। জীবনযাপনের মান নির্ভর করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের ভোগের ওপর। ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজন, আরাম ও নিরাপত্তা, বিনোদন কীভাবে পূরণ হচ্ছে তার পর্যাপ্ততার ওপর জীবনযাপনের মান নির্ভর করে। পারিবারিক জীবনযাপনের মান শুধু বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা কর্মের পরিমাণ ও গুণকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে না, সেই দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ব্যবহার পদ্ধতি এবং কী মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও জীবনযাপনের মানের অন্তর্ভুক্ত।

মানের শ্রেণিবিভাগ

মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১। **প্রচলিত মান :** সামাজিক বিধিনিষেধ ও নিয়ম কানুনকে ভিত্তি করে এই মান সৃষ্টি হয়। এই মান সহজে পরিবর্তিত হয় না। যেমন - আমাদের দেশের মেয়েদের প্রধান পোশাক শাড়ি।

২। **নমনীয় মান :** পরিস্থিতি এবং অবস্থা অনুযায়ী যে মান নির্ধারিত হয়, সেটা নমনীয় মান। নমনীয় মান মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার এবং পছন্দ করার সুযোগ দান করে যেমন - পেশা নির্বাচনের সুযোগ; পছন্দমত খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি।

জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে মানকে দুভাগে ভাগ করা যায়-

১। **পরিমানগত মান :** পরিমাণগত মান সাধারণত কোন কিছুর ওজন, ঘনত্ব, পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পরিমাণগত মান, যেমন- কেজি, কিলোমিটার, মিটার, লিটার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

২। **গুণগত মান :** গুণগতমান বস্তুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়। একজন ব্যক্তি কী ধরনের গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাক্রয় ভোগ করবে তা নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির রুচি, পছন্দ, অর্থনৈতিক অবস্থা বা মূল্যবোধের ওপর।

মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মানের আন্তসম্পর্ক

মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। গৃহব্যবস্থাপনায় মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মান এ নির্দেশকগুলো প্রেষণা সৃষ্টিকারী উপাদান হিসাবে পরিচিত। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে মূল্যবোধ প্রকাশ পায়। এই সব কার্যকলাপের পরিণতি হল লক্ষ্য। মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তা অর্জনের জন্য নানা ধরনের বস্তুবাচক, মানবীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক সুযোগ সুবিধাগত সম্পদের ব্যবহার হয়। আর জীবনের এ লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে সম্পদ ব্যবহারের গুণাগুণ ও পরিমাণের পরিমাপকে মান বলে।

মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মানের পারস্পারিক সম্পর্ক

১। প্রতিটি পরিবারই অনবরত মূল্যবোধ যাচাই এবং সংরক্ষণের চেষ্টা করে। পরিবারের চাহিদা লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তন করে। পরিবারের ক্রমাগত ক্রিয়ালাপের সমাপ্তিতে লক্ষ্য প্রকাশ পায়। এভাবে মূল্যবোধ থেকে লক্ষ্যের উৎপত্তি হয়। লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে মূল্যবোধ বাস্তবরূপ লাভ করে।

২। মূল্যবোধ লক্ষ্য নির্ধারণের মানদন্ড। কেননা যে লক্ষ্য অর্জনে মানুষ সন্তুষ্টি লাভ করে তাই মূল্যবোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। মূল্যবোধ থেকে উৎপন্ন হয়ে লক্ষ্য মাধ্যম খুঁজে সফলতা লাভের জন্য। লক্ষ্য অর্জনের পথ পরিক্রমায় এ মাধ্যমই 'মান' হিসাবে কাজ করে।

৪। মানের উপর নির্ভর করে লক্ষ্য বড় হবে না ছোট হবে। লক্ষ্য অর্জনে মানের প্রভাব রয়েছে। জীবনযাপনের মানের উপর লক্ষ্যের প্রভাব আছে।

৫। মূল্যবোধ সচেতন হয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হয়। আর সম্পদ ব্যবহারের গুণগত ও পরিমাণগত যথার্থতা অর্থাৎ মানই নির্ধারণ করে কৃতকার্যতা বা লক্ষ্য অর্জনের সফলতা।

মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মানের আন্ত:সম্পর্ক একটি উদাহরনের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে, যেমন-পরিবার যদি 'জ্ঞান' অর্জনের মূল্যবোধ লালন করে তাহলে তার লক্ষ্য হয়ে উঠে 'উচ্চশিক্ষা' গ্রহণ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবার সম্ভাব্য সদস্যদের জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠায়, বইপত্র সরবরাহ করে, প্রয়োজনে গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা করে। এভাবে পারিবারিক মূল্যবোধের (জ্ঞান) মাধ্যমে সৃষ্ট সন্তানদের লক্ষ্য (উচ্চশিক্ষা) অর্জনের জন্য বিভিন্ন সম্পদ (বিদ্যালয়ের খরচ, বই-পত্র ক্রয়, গৃহ শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি) ব্যবহার করে। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাই সম্পদ ব্যবহারের 'মান' নির্ধারণ করে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের ব্যবহারের 'মান' যত সমৃদ্ধ ও পর্যাপ্ত হয় লক্ষ্য অর্জন তত সহজ ও সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে।

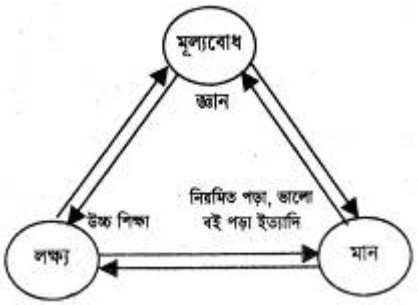

চিত্র ১.৫.১ : মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মানের আন্ত:সম্পর্ক :

মূল্যবোধ দৃশ্যমান নয় কিন্তু লক্ষ্য সুস্পষ্ট। 'মান' হল লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বা পরিমাপক। সুতরাং এদের পারস্পারিক ও সম্মিলিত সম্পর্কের বাস্তব রূপকল্পই হল সফলতা বা লক্ষ্য অর্জন। গবেষক Gross বলেছেন, মূল্যবোধ ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা যোগায়, লক্ষ্য দিক নির্দেশনা দেয় এবং মান ফলাফল প্রকাশ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও মানের আন্ত:সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব হাতিয়ার তথা সম্পদ ব্যবহৃত হয় তার গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপকে মান বলে। মান হল মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট মানদন্ড। মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়-প্রচলিত মান ও নমনীয় মান। পরিবার বা ব্যক্তির মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় লক্ষ্য ও মান দিয়ে। লক্ষ্যের পরিবর্তনে মানের পরিবর্তন হয়। উদাহরণ- মূল্যবোধ→জ্ঞান অর্জন করা, লক্ষ্য→ শিক্ষক হওয়া, মান →নিয়মিত পড়াশুনা করা, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) দুইভাগে খ) তিন ভাগে
গ) চারভাগে ঘ) পাঁচ ভাগে

২। সম্পদ ব্যবহারের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপকে কী বলে?
ক) লক্ষ্য খ) মান
গ) মূল্যবোধ ঘ) উচ্চাকাঙ্খা

৩। সামাজিক বিধিবিধান ও নিয়মকানুন হতে কোন মানের সৃষ্টি?
ক) নমনীয় মান খ) সুস্পষ্ট মান
গ) বাস্তবধর্মী মান ঘ) প্রচলিত মান

৪। গুণগত মান হচ্ছে -
i) ব্যক্তির রুচি
ii) ব্যক্তির পছন্দ
iii) অর্থনৈতিক অবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তানিয়া বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়। তাই সে বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করছে। সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে, গৃহশিক্ষকের কাছে নিজের লেখাপড়া বুঝে নেয়। অপরদিকে বকুল কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারছে না। বকুল তাই হতাশায় ভুগছে।
ক) লক্ষ্য কী?
খ) গৃহ ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো লিখুন।
গ) তানিয়ার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের পদক্ষেপগুলো কি যুক্তিযুক্ত? আপনার মতামত লিখুন।
ঘ) বকুলের হতাশায় ভোগার কারণ বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। গৃহ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝেন?
২। গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো অংকন করুন।
৩। গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য লিখুন।
৪। গৃহ ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো কী কী?
৫। মৌলিক মূল্যবোধগুলোর নাম লিখুন।
৬। মূল্যবোধ বিকাশের ভিত্তি কী?
৭। লক্ষ্য অর্জনে মানের ভূমিকা কী?
৮। 'মান' ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গৃহ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রেষণা সৃষ্টিকারী ধারণাসমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২। লক্ষ্য কী? লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১ : ১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২ : ১। গ, ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩ : ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪ : ১। ঘ, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫ : ১। ক, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। ঘ